দ্বিতীয় ক্লাস

।। ক ।।

- কাঁচা গাব পাকা গাব।
- কমলাকান্তের কনিষ্ঠ কন্যা কামিনী কলেজের করিডোরে কাঁদিতে কাঁদিতে কপাল কুঞ্চিত করিয়া কাকাকে কহিল, কাকা! কাক কা-কা করে কেন? কাকা কহিলেন, কন্যা কপাল কুঞ্চিত করিও না, কা-কা করাই কাকের কাজ ।

।। খ ।।

- খোকন, কখন এসেছো?
- খাদিমপুরের খয়রাত খাঁ খয়েরি খাদি পরে খালিশপুরের খয়মুদ্দিনের খোয়াড়ে খাসি লইতে আসিলেন।
- খোকা, খাবার খেতে এসো।

।। ঘ ।।

- প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

।। চ ।।

- চাচা চাঁছা চটা চাঁছে না, আচাঁছা চটা চাঁছে।
- চকবাজারের চানু মিয়া চাকলারদার চিড়া চিবাইতে চিবাইতে চানখারপুল পার হইয়া চাঁদপুরের লঞ্চে চড়িল।

।। ছ ।।

- ছবিরুদ্দিনের ছাগলছানা ছোলা খাইতে গিয়া ছবিরুদ্দিনের ছাতা ভাঙ্গিয়া ছল্‌ছল্‌ নয়নে চাহিয়া রহিল।
- চাচা ছলিমুদ্দিন চাচির ছাতা ভাঙ্গিয়া চাবুক লইয়া ছুটিয়া চলিল। চাচি ছল্‌ছল্‌ নয়নে চাচার ছাগলের দিকে চাহিয়া ছানাবড়া চোখে বুক চাপড়াইতে লাগিল।

।। জ ।।

- জলে চুন তাজা তেলে চুল তাজা।

।। ঝ ।।

- প্রচন্ড ঝড়ে আমাদের ঘরের ঝাড়ু উড়ে গেছে।
- ঝর্ণার পানি পাহাড় বেয়ে ঝমঝম করে পড়ে।
- ঝমঝম বৃষ্টি একি অনা সৃষ্টি।

।। ঠ ।।

- লাঠি দিয়ে দরজায় ঠকঠক করছে কে?
- ঠান্ডা মিয়া ঠান্ডায় ঠেলাগাড়ি ঠেলে।

।। থ ।।

- তৈ তৈ থৈ থৈ থালা ভরা আছে কৈ।
- থুকদানীতে থু থু ফেলুন।
- যেখানে সেখানে থু থু ফেলবেন না।
- তক্ তক্ থক্ থক্ তাল পাতা চক্চক্।

।। প ।।

- পাখি পাকা পেঁপে খায়।
- পাপ্পু পাতালপুরের গল্প পড়তে-পড়তে এপার থেকে ওপার যেতে পা পিছলে পাড় থেকে পানিতে পড়ে গেলো।
- পাহাড় পৃথিবীর জন্য পেরেকপ্রতীম।

।। ফ ।।

- ফুল বাগানে ফুল ফুটেছে।
- ফেলু মিয়া ফাঁপা ফাটা বাঁশ দিয়া ফুলের ফ্লাগ উড়াইয়া ফটো তুললো।
- ফোটা ফোটা বৃষ্টিতে ফসলের মাঠ ফাঁকা হয়ে গেলো।

।। য ।।

- জাগি যুগের জন্য, জানাযা পড়াই যমদূতের।

।। ড় ।।

- আমরা আমড়া খাবো।
- নারীরা নাড়ির টানে বাড়ি যায়।
- আমরা গাড়িতে করে বাংলাবাড়ি যাবো।
- গড়ের মাঠে গরুর গাড়ি গড়গড়িয়ে যায়।

।। স ।।

- সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল সৈন্যসহ সেনাপতি সেলুকস বিশৃঙ্খল শত্রুসৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে সসম্মানে স্বসাম্রাজ্যে স্বশরীরে ফিরে এলেন।

❖ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া চক্রান্তের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শাশ্বত চেতনা। সমরাস্ত্রের আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে কুফুরি শক্তির মিডিয়া আগ্রাসনও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় ইলমী গভীরতার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে আলেম সমাজ নির্লিপ্ত নির্বিকার কিংবা ছবির থাকতে পারেন না। অসত্য ও অন্যায়ের ধ্বংসস্তুপে সত্য-ন্যায়ের পতাকা উড়াতে, নাস্তিকতার অন্ধকূপে বিশ্বাসের আলো জ্বালাতে, স্বপ্ন ও কল্পনার ধূম্রজাল ভেদ করে ইসলামের শাশ্বত সুন্দর আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে হলে আলেম সমাজকে আধুনিক বাকশিল্পের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধের ভাষাটাকে জাতীয় গণমাধ্যম উপযোগী করে প্রমাণ করতে হবে।

পঞ্চম ক্লাস

উপস্থাপনার নমুনা

➢ উপস্থাপনার মৌলিক দিক:

ক. সম্বোধনসূচক শব্দাবলী আয়ত্ত করা
খ. প্রাথমিক কথা/অনুষ্ঠান পরিচিতি
গ. অনুষ্ঠানসূচী
ঘ. কুরআন তেলাওয়াত (নাম ঘোষণা, অনুরোধ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন)
ঙ. ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন (নাম ঘোষণা, অনুরোধ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন)
চ. আলোচনা (নাম ঘোষণা, অনুরোধ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন)
ছ. বিদায়ী কথা

➢ বিস্তারিত

ক. প্রিয় উপস্থিতি, সুপ্রিয় দর্শকমন্ডলী, প্রিয় শ্রোতা, সম্মানিত সুধী, সম্মানিত হাযিরীন, সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, প্রিয় বন্ধুগণ, হে উম্মতের রাহবার, হে জাতির কান্ডারী ওলামায়ে কেরাম!

খ. সম্মানিত সধী বিশ্বের এক ও অদ্বিতীয় অধিপতি মহান আল্লাহ তা'আলার লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে (প্রমিত উচ্চারণ, ভাষা-সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান **'শুদ্ধ ভাষার পাঠশালা'** কর্তৃক আয়োজিত আজকের শিক্ষামূলক সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার/সমবেত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা কষ্ট করে আজকের সেমিনারে/মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের সেমিনার/মাহফিল/অনুষ্ঠান ।

গ. প্রিয় শ্রোতা, প্রথমেই অনুষ্ঠানসূচী জানিয়ে দিচ্ছি। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করবেন, হযরত মাওলানা কারী জহিরুল হক সাহেব; সাবেক কেরাত বিভাগীয় প্রধান, দারুল উলূম হাটহাজারী। ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, মুহাম্মদ বদরুজ্জামান; নির্বাহী পরিচালক, সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরব। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করবেন.....। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন.....। সভাপতির আসন অলংকৃত করে আখেরী নসীহত পেশ করবেন এবং মুনাজাত পরিচালনা করবেন.....।

(পরিচালনার সুবিধার্থে একটি মাহফিলকে সাধারণত ৪ অধিবেশনে ভাগ করা যায় : যোহর থেকে আসর ১ম অধিবেশন, আসর থেকে মাগরিব ২য় অধিবেশন, মাগরিব থেকে এশা ৩য় অধিবেশন, এশার পর থেকে শেষ পর্যন্ত ৪র্থ/শেষ অধিবেশন)

ঘ. প্রিয় উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসার কেরাত বিভাগের সাবেক প্রধান উস্তাদ, প্রখ্যাত কারী, হযরত মাওলানা কারী জহিরুল হক সাহেব দা.বা.।

আমি হযরতকে তাঁর সুললিত কণ্ঠে/হৃদয়গ্রাহী সুরে/হৃদয়কাড়া সুরে পবিত্র কুরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করে শুনানোর জন্য মাহফিল পরিচালনা কমিটি/মাহফিল এন্তেজামিয়া কমিটি/আয়োজকবৃন্দের পক্ষ থেকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি! ধন্যবাদ কারী জহিরুল হক সাহেবকে, মনোমুগ্ধকর তেলাওয়াত করে আমাদের হৃদয় শীতল করার জন্য।

তেলাওয়াতের পর : কুরআনপ্রেমিক বন্ধুগণ, অকাট্য সংশয়মুক্ত অব্যর্থ শাশ্বত জ্ঞানের আঁধার এই কুরআন। অসংখ্য অলৌকিকতার চিরন্তন উৎস এ কালাম। আমাদের অস্তিত্বের স্তম্ভ মহান এ গ্রন্থকে যখনই আমরা পাঠ করি তখনই হৃদয় পিঠে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝড়ে পড়ে রহমতের পাক শিশির। চেতনায়, বিশ্বাসে, ভাবে-অনুভবে দোলা দিয়ে যায় এক স্বর্গীয় অলৌকিকতা। ঠিক তখনই মনে পড়ে যায় প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর কথা। যাঁর অসীম ত্যাগ, ভাষাতীত কুরবানী ও অফুরন্ত সাধনার বরকতে আমরা পেয়েছি এ কালাম।

ঙ. প্রিয় উপস্থিতি, এখন তাঁরই শানে নিবেদিত একটি চমৎকার হৃদয় নিংড়ানো নাত পরিবেশন করবেন, ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন কলরব এর নির্বাহী পরিচালক, মুহাম্মদ বদরুজ্জামান। আমি মুহাম্মদ বদরুজ্জামানকে তাঁর সুললিত কণ্ঠে/হৃদয়গ্রাহী সুরে/হৃদয়কাড়া সুরে একটি নাত পরিবেশন করার জন্য বিনীতভাবে আহবান/অনুরোধ করছি!
অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বদরুজ্জামানকে, একটি সুন্দর নাত পরিবেশন করে শুনানোর জন্য।

চ. সম্মানিত হাযিরীন, এখন আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর/নসীহত পেশ করবেন, প্রখ্যাত আলেমেদীন/দেশবরেণ্য মুফাস্সিরে কুরআন/বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ/বাতিলের আতংক/তারুণ্যের আইডল/বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব/ সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমেদীন/আকাবিরে দেওবন্দের জীবন্ত নমুনা...।

* সম্মানিত উপস্থিতি, এখন আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করবেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমেদীন, আকাবিরে দেওবন্দের জীবন্ত নমুনা, উপমহাদেশের অন্যতম দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম হাটহাজারীর শিক্ষাপরিচালক, দেশের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সংগ্রামী আমীর আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (রহঃ)

* সংগ্রামী জনতা, এখন আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে আসছেন, নাস্তিক ও বাতিলের আতংক, দেশের তরুণ সমাজের জাগরণের প্রতীক, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া ঢাকার সম্মানিত শাইখুল হাদীস আল্লামা মামুনুল হক (দা.বা.)

ছ. সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা আজকের মাহফিলের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমাদের মাহফিল সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করার জন্য যারা বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে...। এবং সাংবাদিক বন্ধুগণ, পুলিশ ভাইয়েরা ও আমাদের সংগঠনের কর্মিবৃন্দ/ মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ যারা দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে এসেছেন আপনাদের সকলের আন্তরিকভাবে শুকরিয়া আদায় করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের খেদমতকে কবুল করুন! আমিন, ইয়া রব্বাল আলামীন!

শুদ্ধ ভাষার পাঠশালা
বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ, উপস্থাপনা, বক্তৃতা ও আবৃতি প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান

চতুর্থ ক্লাস

প্রবন্ধন পাঠ

বাংলাভাষার ফরিয়াদ! -মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার বুকে লুকিয়ে আছে অনেক ব্যাথা, অনেক যন্ত্রণা। বুকের ভিতরে আর কত দিন লুকিয়ে রাখবো বুকের বেদনা! নীরবে আর কতকাল সয়ে যাবো এ জ্বালা-যন্ত্রণা! কোন দিন কি আমি খুঁজে পাবো না একজন দরদী বন্ধু, যে শোনবে আমার ব্যথা ও যন্ত্রণার কথা, আমাকে দেবে একটু শান্তি ও সান্ত্বনা ।

ভাষা হলো ভালোবাসার মাধ্যম, ভাষা হলো চিন্তা ও চেতনার বাহন। আমার স্বপ্ন ছিলো, আমি হবো তোমাদের মুখের ও কলমের ভাষা। আমার পঁঞ্চাশটি বর্ণ দ্বারা তোমরা লিখবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার কথা; সেই ভালোবাসায় সিক্ত হবে তাদের হৃদয় যারা বাংলাভাষায় কথা বলে। আমার স্বপ্ন ছিলো, আমি হবো সত্যের, কল্যাণের এবং ন্যায়ের বাহন। আমার মাধ্যমে এ দেশে এ সমাজে তোমরা সত্যের চিন্তা প্রচার করবে, কল্যাণের ভাবনা ছড়িয়ে দেবে এবং ন্যায় চেতনার বিস্তার ঘটাবে। আমি হবো পৃথিবীর সুখী ও সমৃদ্ধশালী এক ভাষা, যেমন ইরানের ফারসি এবং হিন্দুস্তানের উর্দূভাষা।

আমার কি যোগ্যতার অভাব ছিলো? ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কমতি ছিলো? ভূষণে অলঙ্কারে ও ধ্বনি-মাধুর্যে আমি তো ছিলাম অনন্য! তবু আমি পেলাম না তোমাদের যত্ন-ভালোবাসা! আদর পরিচর্যা! আমার বাগানে কি ফুল ছিলো না! আমার ফুলে কি সুবাস ছিলো না! তবু তোমরা আমার কাছে এলে না, ফুল তুলে মালা গাঁথলে না!

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার বুকে এখন শুধু হতাশা! আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, পরম সমাদরে তোমরা আমাকে গ্রহণ করবে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে আমাকে ব্যবহার করবে। তোমরা যখন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়বে, তোমাদের কলম থেকে আমি আগুন হয়ে ঝরবো। কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে না, বরং তুলে দিলে ইসলামের যারা শত্রু তাদের নাপাক হাতে। ওরা আমাকে বানালো নগ্নতা ও অশ্লীলতার বাহন এবং ভ্রান্তি ও গোমরাহির অন্ধকার ছড়ানোর মাধ্যম। মুখে ও কলমে ওরা আমার বুকে বিষ ছড়ালো। বিষে বিষে আমি হলাম জর্জরিত এবং আমার দ্বারা সমাজ হলো বিষাক্ত।

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার সর্বাঙ্গে এখন পঁচন-ধরা ঘা। বিষের জ্বালায় আমি এখন শুধু ছটফট করি আর আর্তনাদ করি। বিশ্বাস ছিলো একদিন তোমাদের কানে পৌঁছবে আমার আর্তনাদ। ফিরে আসবে তোমাদের চেতনা ও গায়রাত। বিলম্বে হলেও তোমরা এগিয়ে আসবে বাতিলের থাবা থেকে আমাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তোমরা এলে না, তোমরা জাগলে না। আমি লাঞ্ছিত হলাম; একদল পশুর হাতে আমি ধর্ষিত হলাম ।

ফল কী হলো আমার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞার! দেশ ও সমাজের কাছে তোমরাও হলে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র! এমনই হয়, মায়ের ভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে দেশ ও সমাজের কাছে তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে অবজ্ঞার পাত্র ।

আর কতকাল থাকবে অচেতন গাফলতের ঘুমে? একদিন তো দাঁড়াতে হবে আল্লাহর সামনে। সেদিন আমি ফরিয়াদ জানাবো, আল্লাহর কাছে। সেদিন আমি নালিশ দায়ের করবো তোমাদের নামে, হে আল্লাহ, তুমি তো কওমের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছো তাঁর মুখে তাঁর কওমের ভাষা দিয়ে, যেন তিনি তাদের সামনে প্রচার করতে পারেন হকের দাওয়াত এবং সত্যের বাণী। কিন্তু এরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলো হে আল্লাহ! ফলে তোমার দুশমনদের হাতে আমার ইজ্জত-আবরু হয়েছে লুণ্ঠিত! আমি হয়েছি জাহেলিয়াতের বাহন । হে আল্লাহ, আমি বিচার চাই, আমি ইনসাফ চাই!

তখন কী কৈফিয়ত পেশ করবে তোমরা আল্লাহর কাছে? কী জবাব আছে তোমাদের কাছে আমার নালিশের? এখনো সময় আছে। ওঠো, জাগো। আমার বর্ণমালাকে গ্রহণ করো, আমার শব্দমালাকে বরণ করো। অন্যায় ও বাতিলের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করো। ন্যায় ও সত্যের বাহনরূপে আমাকে ব্যবহার করো। তাদের হাতে আছে 'কলমের দড়ি' তোমরা হাতে নাও 'কলমের লাঠি। দেখবে বাতিলের সব জাদু-কারসাজি হয়ে যাবে নাস্তানাবুদ। মিথ্যার অন্ধকার বিদূরিত হবে এবং সত্যের আলোতে সমাজ আলোকিত হবে। দীনের চূড়ান্ত বিজয় হবে এবং তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে, সমাজে এবং মানুষের হৃদয়ে। তোমরা আমাকে উদ্ধার করো এবং প্রতিষ্ঠিত করো আমার প্রাপ্য মর্যাদায় ; আমি তোমাদের সমাসীন করবো সমাজের নেতৃত্বের আসনে। যদি না করো তাহলে দুনিয়াতে পাবে শুধু যিল্লতি ও লাঞ্ছনা আর আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে আসামীর কাঠগড়ায়।

শুদ্ধ ভাষার পাঠশালা
বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ, উপস্থাপনা, বক্তৃতা ও আবৃতি প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান

অষ্টম ক্লাস

জীবনের লক্ষ্য

শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমি হবো একজন ধীমান ও বিদগ্ধ গবেষক। রচনা ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে একজন শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক। যুদ্ধের ময়দানে একজন বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি। রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের প্রাঙ্গণে একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কারক। সেবার ক্ষেত্রে জনদরদী সেবক। ইহসান ও তাযকিয়ার মহলে অন্তরালোকসম্পন্ন মুসলিহ ও মুযাক্কি। ইনাবত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে সবিনয় দুআকারী আর খওফে ইলাহীর তাড়নায় প্রকম্পিত এক বান্দা।

যুগের সালাহউদ্দীন - শাহ ইফতেখার তারিক

টুপি মাথায় দিলেই প্রমাণিত হয় না যে, মাথার ভেতর ইসলাম আছে। শরীর ইসলামী পোশাকে আবৃত করলেই নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, হৃদয়জুড়ে ইসলাম আছে। মাদরাসায় পড়লে বা পড়ালেই এটা চোখ বুজে ভাবার কারণ নেই যে, ঈমানটা পোক্ত আছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পথভ্রষ্টতায় মানসিক দাসত্বের যে শৃঙ্খলে আমরা বন্দী হয়েছি তা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। বস্তুবাদী চেতনা এবং অন্ধ দলপ্রীতির সামনে আমাদের পুঁতিসর্বস্ব ঈমানী চেতনা বড় অসহায়। আমরা হয়তো দেখতে-শুনতে ঈমানদারের মতো কিন্তু আমাদের হৃদয়, আমাদের মস্তিষ্ক আজও দাসত্বের মাঝেই নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা খোঁজে। সংখ্যালঘুতাকে আমাদের বড্ড ভয়। পরিবর্তনের সূচনা হয় এক থেকে। সংখ্যাধিক্যের পথভ্রষ্টতাকে চ্যালেঞ্জ করে এক এর সম্মুখপানে এগিয়ে চলার সংগ্রামের ঝঞ্ঝামুখরতা আমাদের সন্ত্রস্ত করে। তাইতো ছড়া-প্রীতি দিয়ে তরী-প্রেম ঠেকাতে চাই। বিষ্ঠা গায়ে মেখে মূত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই। ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া এ মায়াজাল কাটাই কী করে! মনের গহীনের পুষে রাখা গোপন এ প্রেম ভুলি কী করে! তবে দাস-দাসীসুলভ আমাদের মনোজগত পরিবর্তনে যারা নিজেদের ন্যস্ত করেছেন তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে না। আমাদের কথায়-কাজে প্রকাশিত হীনতা, শঠতা ও ঈর্ষাপরায়ণতায় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলে চলবে না। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু এসব ক্ষয়ে যাওয়া মেরুদন্ডওয়ালা দাস-দাসীদের মধ্য থেকেই মাথা উঁচু করে দৃপ্ত পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসবে যুগের সালাহউদ্দীন। উন্নত কল্যাণ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের প্রত্যয়ে যারা নেমে এসেছেন উত্তাল ময়দানে, যারা পাল্টে দিতে চান সময়ের ধারাপাত তাদের জন্য দুআ ও শুভকামনা অন্তহীন। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়াফাতহুন করীব, ওবাশশিরিল মুমিনীন।

(আমি .....মাওলানা.....রচিত..... প্রবন্ধটি পাঠ করছি।

তালেবে ইলমের আত্মপরিচয় -মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

আমি এক তালেবে ইলম। আমার জিন্দেগী কুরবান হবে ইলমের জন্যে, শুধুই ইলমের জন্যে। আমার লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইলমে নবী, আমলে নবী ও আখলাকে নবী অর্জন করাই হবে আমার সাধনা, সারা জীবনের সাধনা । খেজুর পাতার জীর্ণ চাটাইয়ে বসেও ময়ূর সিংহাসনের শাহানশাকে ছাড়িয়ে যাব চিন্তার উচ্চতায়, হৃদয়ের প্রশস্ততায় এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায়। বর্তমানে তালেবে ইলমের মাঝে ইলম ও আমলের দূর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সুউচ্চ চিন্তা- চেতনায় ভাটা পড়েছে। এ নাজুক পরিস্থিতিতে আমি যদি কল্পনার স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করি কিংবা সাগর তীরের নিরব দর্শক সেজে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং রাজনীতি ও শক্তির এ পৃথিবীতে কিছুতেই রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যোগ্যতার সাক্ষর রাখতে সক্ষম হবো না। তাই আমার জন্যে প্রয়োজন জাগ্রত হৃদয়ের, সুদৃঢ় ঈমান ও ইয়াকিনের, উন্নত আখলাক ও চরিত্রের, ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতা এবং নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা সাধনা ও মেহনত মুজাহাদার। আর এ মহাপবিত্র, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করতে আমার সীনায় রয়েছে ইলমে নবুওয়তের নূর, আমার বুকে রয়েছে সময়ের গতি বদলে দেয়ার মতো সাহস ও হিম্মত। আমার ধমনীতে রয়েছে অভিযাত্রীর অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস, আমার ললাটে জ্বলজ্বল করছে সৌভাগ্যের তারকা। ইখলাস ও আত্মবিশ্বাস এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সুউচ্চ মনোবলের সঙ্গে আমি ইলমী সফর ও জ্ঞান সাধনার সুদীর্ঘ অভিযাত্রা শুরু করেছি। এ পৃথিবীতে সবার অবসর যাপনের সুযোগ রয়েছে, ছুটি ভোগ করার অধিকার আছে কিন্তু আমার নেই কোন ছুটি, প্রতিদিন আমার কর্মদিন, প্রতি মুহূর্ত আমার কর্মব্যস্ততার মুহূর্ত। দুনিয়ার যেকোন মুসাফির চাইতে পারে একটু আরাম, একটু বিশ্রাম কিন্তু জীবনের সদা চলমান কাফেলার আমি যে মুসাফির, আমার কপালে নেই কোন আরাম, আমাকে চলতে হবে অবিরাম।

শুদ্ধ ভাষার পাঠশালা
বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ, উপস্থাপনা, বক্তৃতা ও আবৃতি প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান

সপ্তম ক্লাস

বক্তৃতা-আলোচনার আগে যা লক্ষ্যণীয়

১। বিষয় নির্ধারণ করা
২। স্বর নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ
৩। স্বাভাবিক থাকা
৪। শুদ্ধ উচ্চারণ
৫। সময়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব
৬। অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও কথা পরিহার করা
৭। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ
৮। আই কন্ট্রাক্ট
৯। পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝা।

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته- نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد!

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ

উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, দক্ষ উপস্থাপক, বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী, স্বাগত অতিথিবৃন্দ ও আমার প্রাণপ্রিয় সাথী ভাইয়েরা, সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা।

প্রিয় সুধী, আজকের আলোচ্য বিষয় 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ । সময়ের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতটুকু সম্ভব আলোকপাত করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ!

প্রিয় উপস্থিতি, আজ যখন আমরা পতন-পচন আর ক্ষয়ের ভয়াল অতলে লীন হতে চলেছি তখন রুগ্ন এ পৃথিবীকে সুস্থ করে তোলার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজের যুব সম্প্রদায়কে সবল ও সুস্থ করে তোলা। যার উত্তম মডেল ও নমুনা হলো হযরত রাসূলে কারীম সা. এর বিভাময় জীবনাদর্শ।

সম্মানিত হাযিরীন, হযরত রাসূলে কারীম সা. এমন এক সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে যখন গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল হত্যা, অনৈতিকতা, অরাজকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, দাসপ্রথা, নারী নির্যাতন, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, জুয়াখেলা, মদপান, দেবপূজা, ইন্দ্রীয়পূজা, গোত্রপ্রীতি, গোত্রসংঘাত, সন্ত্রাস, লুটতরাজ তথা সর্বপ্রকার নির্লজ্জতা আর অশান্তির চরমে উপনীত যাকে আমরা চরম বর্বরতার যুগ বলে জানি। যার করুণ দৃশ্য স্মৃতির মনিকোঠায় ভেসে উঠলে আজও তনুমন স্পন্দিত হয় তীব্রভাবে। মনুষ্যত্ববিবর্জিত অধঃপতিত জাতির গ্লানিকর পাশবিক কর্মকান্ড তখন অভিশপ্ত ইবলিসকেও হার মানিয়েছিলো। এমন বিভীষিকাময় তপ্তশোকার্ত বিশ্বের আমূল পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে নবুওয়াতি ধারার পরিসমাপ্তিতে আগমন করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রসূন ফখরে দু'আলম, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.। মাত্র তেইশ বছরে একটি অসভ্য, বর্বর, নিগৃহীত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত জাতিকে চরিত্র, সভ্যতা আর আদর্শের সর্বোচ্চ শিখরে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

প্রিয় উপস্থিতি, কোন সেই অলৌকিক শক্তি, কোন সেই যিয়নকাঠি? যেই অলৌকিক শক্তির বলে যেই যিয়নকাঠির যাদুস্পর্শে এমন অসাধ্যকে সাধন করা হয়েছিলো? হ্যাঁ, সেই অলৌকিক শক্তির নাম, সেই যিয়নকাঠির নাম মহাগ্রন্থ আলকুরআন ও সুন্নাতে রাসূল সা.। হযরত রাসূলে কারীম সা. স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন :

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنه رسوله

যতদিন পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে তোমরা শক্তভাবে ধারণ করবে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। পৃথিবীর কোন পরাশক্তি তোমাদের অবদমিত করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না।

আলেমের পরিচয়

উপস্থিত মাননীয় সভাপতি, পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী, বিদগ্ধ উপস্থাপক ও উপস্থিত ছাত্র ভাইয়েরা, সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

প্রিয় সুধী, আজকের আলোচ্য বিষয়, 'আলেমের পরিচয়'। সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতটুকু সম্ভব আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব ইনশাআল্লাহ !

প্রিয় শ্রোতা,আলেমের পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত রাসূলে কারীম সা. বলেছেন, العلماء ورثة الأنبياء
"আলেমগণ হলেন নবী রাসূলের উত্তরাধিকারী"।

তিনি এও বলেছেন, " إن الأنبياءَ لم يُورِّثوا دينارًا ولادرهمًا ولكنهم ورَّثوا العلم "। "নবী-রাসূলগণ অর্থ-সম্পত্তির বিত্ত-বৈভবের উত্তরাধিকার রেখে যান না, ঐশী জ্ঞানের উত্তরাধিকার রেখে যান"।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোন সেই ইলম যার ধারক বাহক ও অধিকারীদের নবীর উত্তরাধিকারীর আভাময় অভিধায় অভিহিত করা হয়? কী তার রূপ, কী তার প্রকৃতি? কী তার অনন্য বৈশিষ্ট্য? হ্যাঁ সে অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথায় বিধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং এভাবে, انما يخشي الله من عباده العلماء "নিশ্চয় আলেমগণই আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভয় করে"।

এটা সেই জ্ঞান যা মানুষকে সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা থেকে ফিরিয়ে এনে সৃষ্ট বস্তুর সামনে মাথানত করতে শেখায়। এটা সেই জ্ঞান মানুষকে অবিনশ্বর জগতের উপর নশ্বর ও ভঙ্গুর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে শেখায়। এটা সেই জ্ঞান নয় যা মানুষের কাছে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির বদলে সৃষ্টির সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য ও মুখ্য করে তোলে ।

প্রকৃত ইলম এমন এক বিদ্যাভান্ডার যা সত্যান্বেষী যেকোন মানব সম্প্রদায়কে যুক্ত করে দেয় মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেমময় বন্ধনে। এটা সেই জ্ঞান যা সৃষ্টির শত চমকের উপর দাঁড়িয়ে গায়তে শেখায় মহান মালিকের স্তুতি। এটা সেই জ্ঞান যেটা বস্তুজগতের সকল অহংকারের উর্ধ্বে তুলে ধরে মানুষের শির। এটা সেই জ্ঞান যেই জ্ঞান নশর এ বসুন্ধরার সকল বিত্ত-বৈভরের ললাটে পদাঘাত করে মাথা ঠেকাতে শেখায় মহান আল্লাহ তায়ালার সমীপে। যে জ্ঞান মানুষের শির উঁচু করেছে, মানুষের চিন্তা দর্শনকে করেছে উর্ধ্বমুখী। যে জ্ঞান মানুষের জীবনধারাকে করেছে আনৎ পতসমাজ থেকে আলাদা ।

সম্মানিত উপস্থিতি, একটি বিষয় আজ স্পষ্ট হওয়া চাই, নবীর উত্তরাধিকারী একজন আলেমকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মচর্চা করলে হবে না। পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় অনুশাসন কার্যকর ও পালনীয় করার জন্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। অন্যায়-অপরাধ আর নৈরাজ্যের ধ্বংসাত্মক প্লাবনে প্লাবিত সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। দিশেহারা জাতিকে সত্য-সুন্দর কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভুলুণ্ঠিত হবে, ঈমানী চেতনা লুপ্ত হবে, আমলের পরিবেশে বিনষ্ট হবে আর আলেমগণ সাগর তীরের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে এটা কখনোই হতে পারে না।

اينقص الدينُ وأنا حي "আমি জীবিত থাকব আর দীনের অঙ্গহানী হবে এটা কখনোই হতে পারে না" ।

সিদ্দিকী এই জযবা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে অন্যায়, অপরাধ আর যাবতীয় কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো। এই শিক্ষা ও চেতনার কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর কণ্ঠে। আফসোস! তবু কি ঘুম ভাঙ্গবে না আমাদের আলেম সমাজের?

ভেঙে ফেল আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ / দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ
ছিড়ে ফেল আয়েশি রাতের মখমল অবসাদ / নতুন পানিতে পাল খুলে দাও হে মাঝি সিন্দাবাদ ।